পলিসি পেপার

# বাংলাদেশে তামাক চাষের আগ্রাসী সম্প্রসারণ: ঝুঁকি ও করণীয়

**এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স- আত্মা'র জন্য**

**প্রজ্ঞা কর্তৃক প্রস্তুত**


প্রগতির জন্য জ্ঞান

PROGGA *Knowledge for Progress*

বাসা- ০৬ (৪র্থ তলা), মেইন রোড- ০৩, ব্লক- এ, মিরপুর- ১১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল- ০১৭২৯০৯৬১০৫, টেলিফোন- ৯০০৫৫৫৩

ইমেইল- progga.bd@gmail.com; ওয়েব- www.progga.org ।



ডিসেম্বর, ২০১৪ ।

# ভূমিকা

বাংলাদেশে গৃহস্থালিভিত্তিক তামাক চাষের ইতিহাস বেশ পুরনো হলেও বাণিজ্যিকভাবে তামাক উৎপাদন শুরু ৬০ এর দশকে। মূলত তামাক শিল্পের যান্ত্রিকীকরণের হাত ধরেই বাণিজ্যিকভাবে তামাক চাষ শুরু হয় এখানে। পরবর্তী কয়েক দশকে তামাক কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রণোদনায় এই চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। নীতি-নির্ধারনী মহলসহ সংশ্লিষ্টরা তামাক চাষের ক্ষয়-ক্ষতি উপলব্ধি করলেও তা নিয়ন্ত্রণে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন সময় কিছু বিচ্ছিন্ন নির্দেশনা যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তামাক চাষে ঋণ প্রদান বন্ধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন, তামাক চাষে ভর্তুকি মূল্যের সার ব্যবহার বন্ধে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে ছোট-খাটো কিছু উদ্যোগ প্রভৃতি থাকলেও দুর্বল তদারকি এবং তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপের কারণে এসব প্রচেষ্টার কোনো সুফল তেমন একটা চোখে পড়েনি।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী (২০০৩ সালে) দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণ (তামাকের চাহিদা হ্রাস ও যোগান নিয়ন্ত্রণ) বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এফসিটিসি'র আলোকে একটি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রনয়ন করেছে। তবে আইনটি সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী নয়। এটি মূলত তামাকের চাহিদা হ্রাসমূলক কিছু পদক্ষেপ মাত্র। তামাকের যোগান নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়নযোগ্য কোন বিধান নেই এই আইনে। এক্ষেত্রে কেবল একটি ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে *"তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।"* কিন্তু এখন পর্যন্ত এই ধারা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, তামাকের যোগান নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি'র আর্টিকেল ১৭ ও ১৮ অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জন্য তামাকের বিকল্প ফসল চাষে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান ও তামাক চাষের ক্ষয়ক্ষতি থেকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে উদ্যোগ গ্রহণ করবে এই মর্মে পরামর্শ রয়েছে।

তাছাড়া দুর্বল কর পদক্ষেপ ও তামাকপণ্যের প্যাকেটে ছবিসহ সতর্কবাণীর মত আরো কিছু শক্তিশালী চাহিদা-হ্রাসমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তামাকের ব্যবহার ও ক্ষয়-ক্ষতি কাঙ্খিত পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

## তামাক চাষের ব্যাপ্তি

তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণে সরকারিভাবে কোনো নীতিমালা বা কার্যকর পদক্ষেপ না থাকায় বিগত কয়েক দশকে অরক্ষিত কৃষকদের ব্যবহার করে তামাক কোম্পানিগুলো আগ্রাসীভাবে তামাক চাষ বাড়িয়ে চলেছে। সারা দেশে এই বিষাক্ত ফসলের

আবাদ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা অর্থনীতি বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, বনজসম্পদ, মৎস্যসম্পদ পরিবেশ-প্রতিবেশ, মাটির স্বাস্থ্য, নদীর নাব্যতা, শিশুশ্রম প্রভৃতি পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী দেশে ২০১৩-১৪ মৌসুমে ১০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছে, ২০১২-১৩ মৌসুমে যা ছিল ৭০,০০০ হেক্টর। অর্থাৎ এক বছরেই তামাক চাষের জমির পরিমাণ বেড়েছে ৩৮,০০০ হেক্টর (ডেইলি স্টার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র তথ্যানুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তামাক থেকে মোট রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৭০ লাখ ডলার, যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জুলাই পর্যন্ত) এই আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৭০ লাখ ডলারে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় দেশে তামাকচাষ বৃদ্ধির হার। সাময়িক মুনাফার প্রলোভনে পড়ে কৃষক ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন তামাক চাষে। খাদ্য ও অর্থকরী ফসলের বিপুল পরিমাণ জমি চলে যাচ্ছে তামাকের দখলে। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছরে পার্বত্য অঞ্চলের খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় ব্যাপকভাবে তামাক চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। তামাক চাষের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের ৭টি জেলা (রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের ৪টি জেলায় (ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা) অব্যাহত রয়েছে তামাকের আগ্রাসন। এছাড়া নড়াইল, যশোর, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল, ও ফরিদপুরসহ বেশ কিছু জেলায় দিন দিন তামাক চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। *[শেষ পৃষ্ঠায় তামাক চাষ জনিত ঝুঁকি মানচিত্র দেখুন]*

## যেভাবে বাড়ছে তামাক চাষ

ক্রমবর্ধমান তামাক চাষ সম্প্রসারণে বহুজাতিক ও দেশীয় তামাক কোম্পানিগুলো সারাদেশে নানাবিধ কূটকৌশল ও আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। তবে দেশের সব জায়গায় তাদের আগ্রাসী চরিত্র ও কৌশল একরকম নয়। বলা যায় তারা তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্বে বিশ্বাসী। পার্বত্য জেলাগুলোতে কাঠের সুবিধা থাকায় সেখানে তারা চুল্লিতে কাঠ পুড়িয়ে চালাচ্ছে বন উজাড়ের আগ্রাসন। আবার আগ্রাসন ঢাকতে বনায়নের নামে প্রহসন করছে এবং জাতীয় বৃক্ষমেলায় অংশগ্রহণসহ নানা কৌশলে পুরস্কার আদায় করে নিজেদের দেশপ্রেমিক প্রমাণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে তারা। তামাক কোম্পানীগুলো বন উজাড় ও জমির উর্বরতা নষ্টের অভিযোগ থেকে রক্ষা পেতে বিকল্প জ্বালানী হিসেবে ধইঞ্চা চাষের নামে সারা বছর জমিকে তামাকের দখলে রাখার কৌশল অবলম্বন করছে। অন্যদিকে, উত্তরাঞ্চলে বন নেই তাই কাঠ পোড়ানোর আয়োজনও নেই, রোদে শুকিয়েই মূলত গুদামজাত করা হচ্ছে তামাক পাতা। এ অঞ্চলে তাদের মূল আকর্ষণ অতি উর্বর খাদ্যশস্যের জমি। কৃষি বিভাগের

সকল সুবিধা অর্থাৎ সেচ, সার, বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কৃষকদের মাধ্যমে তামাক চাষ করানো এবং ক্রমান্বয়ে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গকে তামাক চাষের ঘাঁটিতে পরিণত করা তাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য। দেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ ভর্তুকিকৃত সার (ইউরিয়া ও টিএসপি) তামাক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তা রীতিমত ভয়াবহ। প্রতি ৩৩ শতাংশ জমিতে গড়ে ৬০ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি টিএসপি ধরে হিসেব করলে দেখা যায় গত ২০১৩-১৪ মৌসুমে (মোট ১,০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল) মোট ১২ কোটি ৯১ লাখ কেজি (ইউরিয়া-৪ কোটি ৮৪ লাখ কেজি, টিএসপি-৮ কোটি ৭ লাখ কেজি) সার ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি ইউরিয়াতে ২৪ টাকা, টিএসপিতে ১৮ টাকা হারে ভর্তুকি দেয় সরকার (দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল, ২০১৪)। সেই হিসাবে কেবল গত মৌসুমেই এসব সার বাবদ ২৬১ কোটি ৫৬ লাখ টাকার বেশি ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। এভাবে বছরের পর বছর তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রীয় সুবিধা ব্যবহার করে তামাক উৎপাদন করিয়ে নিচ্ছে এবং দেশের কৃষি অর্থনীতি বিশেষত খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে ক্রমশ দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলছে।

তামাক চাষ সম্প্রসারণে কোম্পানিগুলো সাধারণত তামাকচাষিদের অগ্রিম নগদ অর্থ সহায়তা, উপকরণ সহায়তা, তামাকপাতা ক্রয়ের নিশ্চয়তা, মান নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ে তদারকি, সরকারি কৃষিঋণ পেতে সহায়তা, আইপিএম ক্লাবের মাধ্যমে তামাক চাষের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি সুবিধাদি (যেমন: ভর্তুকি মূল্যের সেচের পানি তামাক চাষে ব্যবহার) পেতে সহায়তা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর নামে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সুবিধা প্রদান (যেমন: সৌরবিদ্যুৎ, সামাজিক বনায়ন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ, কম্পোষ্ট তৈরী) প্রভৃতি কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

## তামাক চাষের ক্ষয়-ক্ষতি

তামাক চাষের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, প্রতিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। কিছু খারাপ প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে বা স্বল্পমেয়াদে চোখে পড়ে আবার এমন অনেক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। বিদ্যমান তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান তামাক চাষের ফলে খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি, জমির উর্বরতা নষ্ট, বন উজাড়, স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিশুশ্রম, শিক্ষা সামাজিক কর্মকান্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। সংক্ষেপে এমন কিছু ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

- ***খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে:*** দেশের ফসলি জমি তামাক কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। বিগত ৬ বছরের ব্যবধানে তামাক উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,২৪০ টন থেকে প্রায় আড়াই গুণ বেড়ে ১,০৩,৬৫০ টনে দাঁড়িয়েছে (ডেইলি নিউ এজ, ১৭ মার্চ ২০১৪)। দেশে মোট চাষযোগ্য (৮.৫২ মিলিয়ন হেক্টর) জমি থেকে নানা কারণে বছরে আমরা ৬৯,০০০ হেক্টর (খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এফএও গবেষণা, ২০১৩) আবাদি জমি হারাচ্ছি, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকি। একইভাবে প্রতিবছর তামাকের দখলে চলে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ জমি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, ০১ হেক্টর জমিতে ৩.৯ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করা সম্ভব। সে হিসাবে গত ২০১৩-১৪ মৌসুমে

১,০৮,০০০ হেক্টর জমিতে তামাক চাষ না হলে ৪ লাখ ২১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত চাল আমাদের খাদ্য ভান্ডারে যোগ হতে পারতো। তামাক চাষের কারণে বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের মোট চাল উৎপাদনের বিচারে এ পরিমাণটি বর্তমানে অনেক বড় না হলেও তামাক চাষ বৃদ্ধির এ প্রবণতা বজায় থাকলে অচিরেই চাল উৎপাদনের এ পরিমাণটি মোট উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত হতে পারে। এভাবে তামাক চাষের অনিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ অদূর ভবিষ্যতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

- ***তামাক চুল্লিতে কাঠ পুড়িয়ে বন উজাড়:*** তামাক পাতা শুকানোর কাজে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবছর হাজার হাজার মণ কাঠ পোড়ানো হচ্ছে তামাকচুল্লিতে। আর এসব কাঠের যোগান দিতে গিয়ে উজাড় হচ্ছে বন। পাথ কানাডা পরিচালিত ২০০২ সালের এক গবেষণা মতে, দেশের মোট বন উজাড়ের ৩১ শতাংশের জন্য দায়ী এই তামাক চাষ। গত ১২ এপ্রিল, ২০১৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, গত মৌসুমে শুধুমাত্র বান্দরবান জেলায় ৬ হাজারেরও বেশি তামাকচুল্লি নির্মাণ করা হয়েছিল। আর গত ৩ এপ্রিল, ২০১৪ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি জেলার তামাকচুল্লিতে বছরে ১ লক্ষ মণ কাঠ পোড়ানো হয়।

- ***জমির উর্বরতা নষ্ট:*** তামাক চাষে মাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ ধানের চেয়ে তামাক চাষে ৩ গুণ বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। তামাক চাষের জন্য একটি জমি ২ থেকে ৩ বার ব্যবহার করা যায়। তারপর এই জমিতে আর ভাল তামাক হয় না এবং অন্যান্য ফসলের ফলনও ব্যাপকভাবে কমে যায়। উপরন্তু, অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট হতে থাকে।

- ***শিশুশ্রম ও শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা:*** তামাক চাষ প্রবণ এলাকার অধিকাংশ শিশু-কিশোর তামাকচাষ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ যেমন বীজতলা থেকে তামাকের চারা উত্তোলন, চারারোপণ, আগাছা পরিষ্কার, বিষ ছিটানো, তামাক পাতা বাছাই, পাতা পোড়ানো/ শুকানো এমনকি তামাকপাতা বাজারজাতকরণের কাজে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে তামাক চাষ মৌসুমে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারেনা তারা। এছাড়া তামাকপাতা বিক্রির মৌসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার প্রায় সবগুলো স্কুলে বসে তামাকের হাট। বান্দরবান জেলার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (লামা উপজেলার লাইনঝিরি দাখিল মাদ্রাসার দুইশত গজের মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, লামামুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ঢাকা টোব্যাকো, লাইনঝিরি বাজার সংলগ্ন আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানীর বায়িং হাউজ) আশে-পাশে

তামাক কোম্পানির বায়িং হাউজ থাকায় শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয় প্রতিনিয়ত। অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পান না স্থানীয়রা।

- ***স্বাস্থ্য ঝুঁকি:*** তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে দীর্ঘসময় যুক্ত থাকার কারণে গোটা কৃষক পরিবারই বছরের অধিকাংশ সময় শ্বাস-প্রশ্বাস, ত্বক, ফুসফুস ও দেহের বিভিন্ন অঙ্গে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়াও দৈনন্দিন মাথা ঝিম ঝিম করা, বমি বমি ভাব, বুক ধড়ফড় করা, কোমড় ব্যাথা, হাটু ব্যাথা, চোখ জ্বালাপোড়া, মেরুদণ্ড ব্যথা, গ্যাস্ট্রিক, ক্ষুদামান্দ্য ইত্যাদি অসুখে ভোগেন। পাশাপাশি শিশু-কিশোররা গ্রিন টোব্যাকো সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যার ফলে দেশব্যাপী হাজার হাজার তামাক চাষি বিশেষত নারী ও শিশু-কিশোর ব্যাপক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করছে।

এছাড়া দেশের বেশকিছু এলাকায় অবস্থিত নদ-নদী তীরের খাসজমিতে চলছে তামাকচাষের আগ্রাসন। গত ১ মার্চ, ২০১৪ দৈনিক বণিকবার্তায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, গত মৌসুমে কক্সবাজার জেলার ৪টি প্রধান নদী বাঁকখালী, মাতামুহুরী, গর্জই ও দুছড়ীর দুই তীরে অন্তত ৫০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তামাক চাষ করা হয়েছিল, আগে যেখানে স্থানীয় কৃষকরা সবজি চাষ করতো। এবছরও এসব নদীর দুই তীরে তামাকের আবাদ করা হয়েছে। এলাকাবাসীদের মতে, তামাকচাষের ফলে নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয়ের পাশের জমিতেও চাষ হচ্ছে ক্ষতিকর এই তামাক। এমনকি বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাশে তামাকপাতা পোড়ানোর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বড় বড় চুল্লি। সব মিলিয়ে তামাকের বিষাক্ত গন্ধ, চুল্লী থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া আর কীটনাশকের ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভুগছে শ্বাসকষ্টসহ নানান স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে।

## সম্ভাব্য করণীয়

কৃষক ও কৃষি আমাদের গ্রামীণ ও জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সব ধরনের সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এই চালিকাশক্তিকে সচল রাখা। এক্ষেত্রে সরকার সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণ সংক্রান্ত একটি ধারা সংযুক্ত করলেও উক্ত ধারার আলোকে কোন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহণ করেনি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তামাকচাষজনিত ক্ষয়-ক্ষতি রুখতে এ বিষয়ক একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। নীতিমালায় (১) রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃষকদের তামাকের বিকল্প ফসল/খাদ্য ফসল চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং (২) তামাক চাষ সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবেলার বিধান থাকতে হবে।

এছাড়াও নিম্নলিখিত **সুপারিশগুলো** সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আমলে নিলে তামাক চাষের আগ্রাসন রোধ এবং তামাক চাষের বহুমাত্রিক ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে:

৩. তামাকের আগ্রাসন রোধে সুসংহতভাবে কাজ করার লক্ষে সংশ্লিষ্টদের সকল অংশীদারদের (এমপি, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, গণমাধ্যমকর্মী, তামাক বিরোধী সংগঠন, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি) সমন্বয়ে একটি জাতীয় মঞ্চ গঠন করা।

৪. আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অংশীদারদের সাথে সংলাপের ভিত্তিতে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা এবং খসড়াটি বিল আকারে আগামী মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্থাপন করা।

৫. তামাক কোম্পানিগুলো কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয় বিধায় তারা তামাকচাষের জন্য কৃষকদেরকে অগ্রিম ঋণ দিতে পারে না। অবিলম্বে এমর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

৬. চলতি ২০১৪-১৫ বাজেটে তামাকপণ্যের উপর আরোপিত ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে ইতিমধ্যে অর্জিত ২৫০ কোটি টাকার অংশবিশেষ তামাকের আগ্রাসনরোধে বিশেষত তামাকচাষীদের পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থানের কাজে ব্যয় করা।

৭. তামাক কোন চাষ নয় বরং আগ্রাসন, এমর্মে সরকারি সকল সুবিধাদি এক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা এবং তামাক চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে পরিচালিত তামাক কোম্পানির সব ধরনের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা।

৮. তামাক চাষ বনজসম্পদ ধ্বংস করে তাই পাহাড় ও বন সরকারি বনভূমি/রিজার্ভ বনভূমি এলাকায় তামাক চাষ নিষিদ্ধ মর্মে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করা।

৯. সরকারী খাসজমিতে তামাক চাষ নিষিদ্ধ করা এবং সরকারী অধিগ্রহণকৃত জমিকে তামাক চাষের জন্য লীজ না দেয়া।

১০. পার্বত্য জেলাসমূহ পর্যটকদের জন্যও একটি আকর্ষণীয় স্থান। তামাক চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যটন শিল্পের বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে এসব এলাকায় তামাক চাষ নিষিদ্ধ মর্মে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় আইন বা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া।

১১. কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার মধ্যে প্রবাহিত সাংগু, মাতামুহুরী, বাঁকখালী নদীর তলদেশ পর্যন্ত তামাক চাষে মৎস্য ও জলজ সম্পদ বিপন্ন এ অবস্থা রোধে মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক যৌথভাবে আইন তৈরী করা।

১২. উত্তরবঙ্গ, যশোর, কুষ্টিয়াসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলসমূহকে 'খাদ্য উৎপাদন জোন' ঘোষণা করে ঐসব এলাকায় তামাক চাষ নিষিদ্ধ করা এবং পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার উদ্যোগ কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা।

১৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে তামাককে বাদ দেওয়া।

১৪. শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাকচাষের জন্য সারের উৎপাদন ও আমদানি এবং বিপণন নিষিদ্ধ করা। বিসিআইসি প্রতিটি সারের বস্তায় লিখে দিতে পারে 'তামাকচাষের জন্য নহে' যেহেতু কৃষি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে তামাক চাষে ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

১৫. বিদ্যুৎচালিত সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সেচ প্রকল্পের আওতায় তামাক চাষ করা হলে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থগিত/বিচ্ছিন্ন করা। বিএডিসি পরিচালিত সেচ প্রকল্পের আওতায় তামাক চাষ নিষিদ্ধ করা।

১৬. অনগ্রসর, অবহেলিত ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তামাক চাষে এদের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১৭. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক তামাক চাষের পক্ষে সবধরনের প্রচারণা, বিভ্রান্তিকর গবেষণা, সামাজিক দায়বদ্ধতার নামে পরিচালিত কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা।

## শেষকথা

তামাক চাষ নিরোধক নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়ভার শুধু সরকারের উপর চাপালে হবে না। তামাক বিরোধী সংগঠন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, তৃণমূল সংগঠনসহ বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এসবের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গবেষণা, সভা-সেমিনার, তথ্যভিত্তিক এডভোকেসি, গণমাধ্যমে তামাকচাষ বিরোধী প্রচার-প্রচারণা, কৃষকদের মধ্যে তামাকবিরোধী মনোভাব তৈরি, বিকল্প/খাদ্য ফসল আবাদ ও বাজারজাতকরণের দিকনির্দেশনা প্রভৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে একযোগে কাজ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তামাকের মতো ক্ষতিকর ফসলের চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এ আশা করাই যেতে পারে।

**(পলিসি পেপার'টি ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ -এ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশে তামাক চাষের আগ্রাসী সম্প্রসারণ: ঝুঁকি ও করণীয়" শীর্ষক নীতি সংলাপে উপস্থাপিত ও আলোচিত। লেখাটির "সম্ভাব্য করণীয় অংশ" নীতি সংলাপে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে পরিমার্জিত।)**

# তামাকচাষজনিত ঝুঁকি মানচিত্র

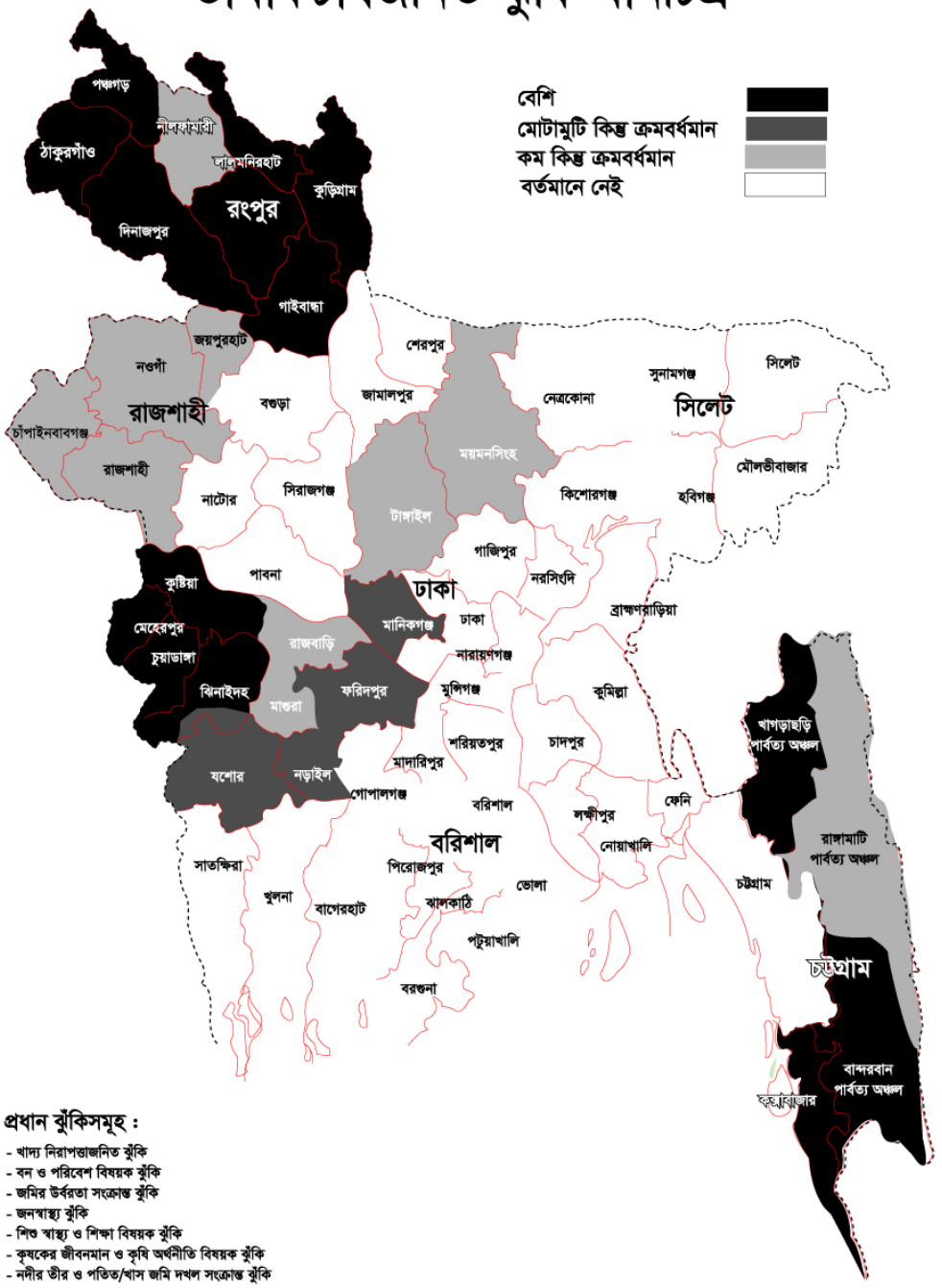


## প্রধান ঝুঁকিসমূহ :

- খাদ্য নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি
- বন ও পরিবেশ বিষয়ক ঝুঁকি
- জমির উর্বরতা সংক্রান্ত ঝুঁকি
- জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি
- শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক ঝুঁকি
- কৃষকের জীবনমান ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক ঝুঁকি
- নদীর তীর ও পতিত/খাস জমি দখল সংক্রান্ত ঝুঁকি

*সূত্র: দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও গবেষণাপত্র*